অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ

A Secure Business Environment
for Economic Development

বিশেষ ক্রোড়পত্র

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২৬ জানুয়ারি ২০১৮

International Customs Day

26 January 2018

Bangladesh Customs
বাংলাদেশ কাস্টমস

National Board of Revenue, Dhaka
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৩ মাঘ ১৪২৪
২৬ জানুয়ারি ২০১৮

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৬ জানুয়ারি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৮' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষে আমি দেশের কাস্টমস বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

টেকসই উন্নয়নের জন্য নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাণিজ্য পদ্ধতি সরলীকরণ, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, শুদ্ধাচার কৌশল পরিপালন এবং পণ্য, যানবাহন ও যাত্রীগণের অবাধ চলাচল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ একটি স্থিতিশীল ও সহজবোধ্য বাণিজ্য পরিবেশ গড়ে তোলায় অবদান রাখছে। বাংলাদেশ কাস্টমস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে রাজস্ব আহরণের মূল কাজটি করে থাকে। একই সাথে অপঘোষণা, চোরাচালান ইত্যাদি প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অবৈধ অর্থায়ন প্রতিহত করতেও বাংলাদেশ কাস্টমস কাজ করে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য A secure business environment for economic development অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি-রপ্তানি পণ্য শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বস্ত করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি সরলীকরণ, কন্টেইনার/কার্গো স্ক্যানারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করি, এর মাধ্যমে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ বাংলাদেশে Trade Facilitation এর চলমান ধারা ত্বরান্বিত হবে। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে।

'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৮' সফল হোক এ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ মাঘ ১৪২৪
২৬ জানুয়ারি ২০১৮

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাস্টমস বিভাগের সাথে বাংলাদেশ কাস্টমস প্রতিবারের মতো এ বছরেও ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে A secure business environment for economic development যার অর্থ দাঁড়ায়-

'অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ'

'বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে'- বিশ্বে এ কথাটি সাম্প্রতিক সময়ে বহুল উচ্চারিত। এ কথায় যে বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় তাতে আজ আমরা গর্বিত এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ নন্দিত। বস্তুত আজ বাংলাদেশের অবস্থান আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় এবং যথেষ্ট স্বস্তির জায়গায়। ২০১১ হতে ২০০৯ সময়ে জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশ ছিল। ২০০৯ হতে ২০১৭ সময়ে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়ে প্রতি বছরই তা ৬ শতাংশের উর্ধ্বে এবং শেষ দু'বছর বার্ষিক ৭ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০১৬-১৭ সালে ১৬১০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি অর্জন করেছে।

অনুকূল সরকারি উন্নয়ন নীতিমালা দেশজ সম্পদ একদিকে যেমন বৃদ্ধি করেছে অন্যদিকে তেমনি দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষকে উপরে তুলেছে। তাই দারিদ্র্য কমেছে তবে দুর্ভাগ্যবশত আয় বৈষম্য সম্ভবত বেড়েছে। তাই আমাদের ভবিষ্যত অন্তত দু'টি পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য থাকবে আরো দারিদ্র্য প্রশমন। আমরা নারীর উন্নয়নে জোর দিয়ে লিংগ বৈষম্যকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছি।

শিল্পায়নে অগ্রগতি ঘটেছে। এক্ষেত্রে তৈরী পোষাকের অবস্থান অগ্রগণ্য তবে অন্যান্য খাতও দ্রুত এগিয়ে আসছে। বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতে অবদান ৩২.৪৮ শতাংশ। শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ ধরে রাখতে জঙ্গীবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকারের সাফল্য সচেতনার সাথে অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ কাস্টমস দেশের দ্বারা রক্ষক হিসেবে দেশের বাণিজ্য বান্ধব এই পরিবেশ রক্ষায় অতন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বান্ধব নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ কাস্টমসের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীদের সেবা প্রদানের জন্য National Single Window (NSW) বাস্তবায়নের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে; আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বাধুনিক কাস্টমস রীতি-নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন কাস্টম আইন চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে। বন্দরসমূহে আধুনিক কনটেইনার স্ক্যানার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ কাস্টমস এই সকল আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পদক্ষেপের মাধ্যমে সহায়ক ইতিবাচক এবং উন্নত ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৮ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমি এর সকল উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ মাঘ ১৪২৪
২৬ জানুয়ারি ২০১৮

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO) এর সদস্যভুক্ত একটি দেশ। যার কারণে বাংলাদেশ কাস্টম (WCO) এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের সকল রীতি-নীতি অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। WCO প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করে এবং প্রতি বছরই বাণিজ্য সহজীকরণকে কেন্দ্র করে সংস্থাটি দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ বছর WCO 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ' শ্লোগানকে মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে।

ইতিবাচক ব্যবসা পরিবেশ সৃষ্টি করা, অপবাণিজ্যরোধ, ঝুঁকি নিরসন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, চোরাচালান ও মাদক পাচার রোধসহ অন্যান্য বহুবিধ ক্ষেত্রে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কাস্টমস বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। (WCO) এর দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ কাস্টমসও উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং সরকারি স্বার্থ সুরক্ষা করে যাচ্ছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে। দিবসটি পালনের সুবাদে দেশের জনগণ কাস্টমস বিভাগের বর্তমান কার্যক্রম, গুরুত্ব ও দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

কাস্টমস বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

এম এ মান্নান, এমপি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
১৩ মাঘ ১৪২৪
২৬ জানুয়ারি ২০১৮

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস বিভাগ রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাণিজ্য সহজীকরণ ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমস বিশ্ব কাস্টমস পরিবারের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী World Customs Organization (WCO) এর পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে সকল সদস্য রাষ্ট্রের কাস্টমস প্রশাসন ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে। এ বছর WCO এর মূল্য প্রতিপাদ্য 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ'। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দিবসটি উদযাপন করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাস্টমস প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি, রাজস্ব আহরণ পদ্ধতিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Trade Facilitation সংক্রান্ত সর্বোত্তম নীতির অনুসরণে শুল্কনীতি প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Agreement on Trade Facilitation এবং বিশ্ব শুল্ক সংস্থার Revised Kyoto Convention (RKC) স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাণিজ্য সহজীকরণ এবং নিরাপদ পরিবেশ নির্মাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যেই জোরালো প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশ কাস্টমস WCO এর সহায়তায় তাদের উদ্ভাবিত আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত বিশ্বমানের রীতি-নীতি, ডিজিটাল পদ্ধতি, কাস্টমস আইন, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বান্ধব ইতিবাচক নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে ভবিষ্যতে অধিকতর সফলতার পরিচয় দেবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৮ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ

মূল প্রবন্ধ

আজ ২৬ জানুয়ারি। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। বিশ্বব্যাপী কাস্টমস পরিবারের জন্য দিবসটি উৎসব এবং মর্যাদার। নিউজিল্যান্ড থেকে আইসল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চীন, চিলি থেকে পাপুয়া নিউগিনি। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের ১৮২ সদস্য দেশ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করে থাকে এ দিবস। ২০০৯ সাল থেকে প্রতি বছরই এ সময় বেজে ওঠে উৎসবের সুর। র‍্যালি, সেমিনার, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, বিশেষ অপারেশন, মহড়া, অংশীজনদের নিয়ে নানা কার্যক্রম আর আনুষ্ঠানিকতা থাকে দিনভর। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়।

রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি কাস্টমস বিভাগের অন্য দু'টি প্রধান দায়িত্ব-নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং বৈধ বাণিজ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন। তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নানান উদ্ভাবনী কৌশল ব্যবহার করে এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বিশ্বের কাস্টমস সম্প্রদায়। কাস্টমস-এর গণ্ডি তাই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে মরুতে, বন্দরে, আন্তর্জাতিক জলরাশিতে, শ্বাপদসংকুল অরণ্যে আর নিঃসীম আকাশে। সীমান্তের কাস্টমস স্টেশন, বন্দর আর চৌকিতে নাগরিকের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও রাজস্ব সংগ্রহের ব্রত নিয়ে অহর্নিশ কাজ করছে জনগণের সারথি-বাংলাদেশ কাস্টমস।

ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO) এবং আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

বিশ্বব্যাপী কাস্টমস বিভাগসমূহের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ব্রাসেলসে কাস্টমস কো-অপারেশন কাউন্সিল (সিসিসি) নামে যে সংস্থাটি যাত্রা শুরু করেছে - তাই আজকের ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন।

কাস্টমস উৎকর্ষের আন্তর্জাতিক পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত ডব্লিউসিও এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও স্মারকের তত্ত্বাবধান করে থাকে। কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে সদস্য দেশ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহকে। বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা ৯৮ ভাগের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ডব্লিউসিও সদস্য দেশসমূহ। সে কারণে ডব্লিউসিও সত্যিকার অর্থেই আন্তর্জাতিক কাস্টমস-এর মুখপাত্র হয়ে উঠেছে।

কাস্টমস সংক্রান্ত নানান বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে একযোগে প্রতিপালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। প্রতি বছর সময়ের আলোচিত একটি থিম সামনে রেখে উদযাপিত হয় এ দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য- 'A secure business environment for economic development' অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ'।

বাংলাদেশ ও নিরাপদ বাণিজ্য

দেশের দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ, শিশু মৃত্যুর হার কমানোসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান বৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়ে আসছে। বিগত প্রায় ১০ বছরে দেশের জিডিপি-র গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫০% এর উপরে রয়েছে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এ অর্জন ধরে রেখে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সামনে সুস্পষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে নিতে হবে। তাছাড়া, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্যসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এসকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ। আর এক্ষেত্রে কাস্টমস-এর ভূমিকা সর্বাগ্রে। দেশের আমদানি পয়েন্টসমূহে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুসরণ করে পণ্যের দ্রুত ছাড়করণের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যবসার ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব, তেমনি দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও দুর্নীতি হ্রাসসহ সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পণ্য ছাড়করণের ক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডারদের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও দক্ষতা (Efficiency) বৃদ্ধি করার বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

এছাড়া, নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার বিষয়েও কাস্টমস-এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। চোরাচালানের মাধ্যমে অবৈধ পণ্য, আগ্নেয়াস্ত্র, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদিসহ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য চালানের আমদানি কঠোরভাবে দমন করতে হবে। মুদ্রা পাচারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বৈধ ও অবৈধ কোনো পথেই যাতে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার না হয় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এসব পদক্ষেপ নিরাপদ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা বিশ্বের সকল দেশের কাস্টমস-এর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে Platform হিসেবে কাজ করছে। দেশে দেশে কাস্টমস-এর পদ্ধতি ও রীতিসমূহ Harmonization এর মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার উদ্ভাবিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে দ্রুত পণ্য খালাসের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ দৈনন্দিন কাজকে যেমন সহজ করে তেমনি তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়। আর তাই বিগত বছরের কাস্টমস দিবসের স্লোগান ছিলঃ 'Data Analysis for Effective Border Management'. বাংলাদেশ কাস্টমস দুই দশকেরও অধিক সময় হতে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ASYCUDA নামক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। সময়ের সঙ্গে এ পদ্ধতি হালনাগাদ করা হয়েছে। এসকল তথ্যের বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে কর পরিপালন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাণিজ্য সহায়ক বাংলাদেশ কাস্টমস

বাণিজ্যে সময় ও ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে আমদানি, রপ্তানি ও ট্রানজিট ব্যবস্থার সহজীকরণ, সঙ্গতি সাধন এবং আধুনিকায়ন এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের নেতৃত্বে বাণিজ্যের বাধা অপসারণের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১২ সালে "International Convention on Harmonization and Simplification of Customs Procedures" (Revised Kyoto Convention নামে পরিচিত) স্বাক্ষর করেছে। এই স্মারকটি "আধুনিক কাস্টমস-এর নকশা" হিসেবে পরিচিত। এরই আলোকে বাংলাদেশ কাস্টমস "Strategic Action Plan 2013-2016"- গ্রহণপূর্বক নানান আধুনিকায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১৩ সালে ডব্লিউটিও-এর মন্ত্রী পর্যায়ের বালি সম্মেলনে "Trade Facilitation Agreement" স্বাক্ষরের বিষয়ে সদস্য দেশসমূহ একমত হয়েছিল। ২০১৬ সালে বাংলাদেশও চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও দলিলে বিবৃত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Strategic Action Plan ২০১৮-২০২০ প্রণয়নের কাজ চলছে।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশ কাস্টমস-এর বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন আধুনিকায়ন কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করা যায়।

National Single Window

নির্দিষ্ট একটি ডিজিটাল পয়েন্টে ঘোষণাসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পেশ এবং আমদানি-রপ্তানির যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর একই পয়েন্টে রিলিজ অর্ডার পাওয়া যাবে। এই সেবা নিশ্চিত করতে হলে আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সরকারের সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে একটি অভিন্ন সিস্টেমে যুক্ত করা হবে, যা National Single Window (NSW) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে NSW বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি প্রকল্প প্রস্তাব সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর NSW স্থাপন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

Authorized Economic Operator (AEO)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে এর সাপ্লাই চেইনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন তথা আমদানিকারক, ট্রান্সপোর্টার, শিপিং এজেন্ট প্রভৃতির গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা বিষয়ক Authorized Economic Operator (AEO) পদ্ধতি বাংলাদেশেও প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যেসব ইকোনমিক অপারেটর WCO এর নির্ধারিত মান ও শর্ত পূরণে সক্ষম হবে, তাদের AEO হিসেবে গণ্য করা হবে। AEO ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী, উন্নত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (Internal Control System) এবং অতীত রেকর্ডে প্রমাণিত বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ ফাস্ট ট্র্যাক সুবিধা পাবেন। ইতোমধ্যে AEO বাস্তবায়ন পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে। এ বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ AEO Programme চালু হবে।

Risk Management

কাস্টমস বিভাগের কাজের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেলেও জনবল ও সম্পদ তেমন বৃদ্ধি পায়নি। সে কারণে প্রয়োজন পড়ছে সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যচালান চিহ্নিত করে কম ঝুঁকিপূর্ণ চালান দ্রুত ছাড়করণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পণ্যচালান দ্রুত ছাড় ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই সকল কাস্টম হাউসে স্থানীয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি কেন্দ্রীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ASYCUDA World সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যচালান, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, এজেন্ট ইত্যাদি শনাক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন পণ্যচালান দ্রুত খালাস হচ্ছে, Compliance বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে যথাযথ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে।

Post Clearance Audit

পণ্য খালাসে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ASYCUDA World সিস্টেম এ আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পাশাপাশি খালাসোত্তর নিরীক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। WTO'র Trade Facilitation Agreement (TFA) এর শর্তানুসারে PCA ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। PCA কার্যক্রমকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে মিথ্যা ঘোষণায় খালাসকৃত পণ্যচালান উদঘাটিত হবে।

ASYCUDA (Automated System for Customs Data) World

নব্বই দশকের শুরুতে ASYCUDA সিস্টেম প্রচলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটালাইজেশনের সূচনা হয়। প্রথমে LAN ভিত্তিক ASYCUDA এবং পরবর্তীতে ASYCUDA++ সিস্টেম চালুর মধ্য দিয়ে তথ্যভান্ডারের ভিত রচিত হয়। সর্বশেষ ২০১৩ সালে অনলাইন ভিত্তিক ASYCUDA World সিস্টেমের মাধ্যমে তা গতিশীল হয়েছে। ইতোমধ্যে ই-এলসি, ই-এক্সপি, ই-পেমেন্ট চালু হয়েছে। অন্যান্য অংশীজন যেমন বন্দরের সিস্টেমের সাথে কাস্টমস সিস্টেম সংযুক্ত হচ্ছে। এতে আমদানিকৃত পণ্যচালানের সমন্বয় সহজতর হচ্ছে। পণ্যের মূল্য, পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি নানাবিধ তথ্য ও বিভিন্ন রুলিং ইন্টারনেটে সহজলভ্য হওয়ায় কাস্টমস প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Bangladesh Customs Website

বাংলাদেশ কাস্টমস-এর অটোমেশনের অংশ হিসেবে www.bangladeshcustoms.gov.bd শীর্ষক ওয়েবসাইট পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হয়েছে। এটি একটি আধুনিক, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং ইন্টার‍্যাক্টিভ ওয়েবসাইট, যা আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ওয়েবসাইটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাস্টমস ও বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি বিপুল তথ্যভান্ডার ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য সহজলভ্য করা।

Advance Ruling

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি চালু করছে। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কিত বিধিমালা জারী করা হয়েছে। এর ফলে কোনো পণ্য আমদানির পূর্বেই আমদানিকারকগণ বা নতুন উদ্যোক্তাগণ পণ্যের HS CODE এবং Rules of Origin সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ কাস্টমস-এর ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় ফরম ডাউনলোড করে অনলাইনেই আবেদন করা যাবে। বোর্ডের Advance Ruling Unit এ মুহূর্তে অন্যতম সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট।

National Enquiry Point (NEP)

আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাস্টমস বিষয়ক জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস National Enquiry Point স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণ আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য বা প্রশ্নের উত্তর সহজেই অনলাইনে পেতে পারবেন। এর ফলে ব্যবসায়ীগণ সঠিক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

Non-Intrusive Inspection

আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ঘোষণা যাচাই ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে Non-Intrusive Inspection (NII) প্রযুক্তির আধুনিক কন্টেইনার স্ক্যানার প্রধান বন্দরসমূ